স্মির্নার ধর্মাধ্যক্ষ পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ

স্মির্নায় প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলী ফিলোমেলিওতে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলীর সমীপে, এবং

খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রথম তিন শতাব্দী সাক্ষ্যমরদের গৌরবময় কীর্তিকলাপের মর্যাদায় ভূষিত একথা অনস্বীকার্য। তেমন গৌরবময় কীর্তিকলাপ সেকালের খ্রীষ্টভক্তদের মনে এমনভাবে রেখাপাত করেছিল যে, সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু-সংক্রান্ত যে যে বৃত্তান্ত আমাদের কাছে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা তত বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। তথাপি এমন কতগুলো লিপিও আমাদের কাছে এসেছে যেগুলো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু সেগুলো অজানা কোনো অধিক উদ্দীপিত লেখকের লেখা নয় বরং সাক্ষ্যমরণের সরকারী বৃত্তান্ত কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীদেরই বর্ণনা; আর এগুলোর মধ্যে সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্ত অন্যতম।

বৃত্তান্তটি পড়ে আমরা এবিষয়ে বিস্মিত না হয়ে পারি না যে, সাধু পলিকার্প কেবল এই দায়েই দণ্ডিত হলেন যে, তিনি খ্রীষ্টান। বস্তুতপক্ষে সাধুর সাক্ষ্যমরণের প্রায় ৯০ বছর পূর্বে রোম-সম্রাট নেরো রোমে আগুন ধরিয়ে নগরীকে ধ্বংস করার পর নিজেকে বাঁচাবার জন্য আগুন ধরাবার দোষ খ্রীষ্টানদের উপরেই আরোপ করেছিলেন; ফলে 'খ্রীষ্টানদের অসংখ্য অপকর্মের জন্য' অসংখ্য খ্রীষ্টানদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। আর শুধু তা নয়, তিনি এমন বিধি জারি করেছিলেন যা অনুসারে খ্রীষ্টান হওয়াই নিষেধ ছিল, অর্থাৎ কিনা খ্রীষ্টান হওয়ায়ই মানুষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তেমন বিধি সাধু পলিকার্পের সময়েও বলবৎ ছিল যেহেতু সাধুর একমাত্র দোষ যে তিনি খ্রীষ্টান। দণ্ড থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় ছিল নিজেকে খ্রীষ্টান বলে অস্বীকার করা। আর যেহেতু রোমীয় বিচারকগণ সাধারণত যথেষ্ট নীতিপরায়ণ ছিলেন, সেজন্য দণ্ডিত খ্রীষ্টানদের বাঁচাবার জন্য তাঁরা সেই খ্রীষ্টান নাম অস্বীকার করার জন্য তাদের পরামর্শ দিতেন। তাঁরা ত যীশুর সেই বাণী জানতেন না যা অনুসারে যে কেউ ইহজীবনে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে খ্রীষ্টও তাকে পিতার সামনে অস্বীকার করবেন। বিচারকগণ নীতিপরায়ণ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু জনতা কেন খ্রীষ্টানদের ঘৃণা করত? আরো, সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ বর্ণনা পড়ে এই প্রশ্নও জাগে, জনতা কেন খ্রীষ্টানদের 'নাস্তিক' বলত? যারা খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে, কেমন করে বলা যেতে পারে যে তারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে? একথা বুঝবার জন্য সেকালের রোম-জগতের বিষয়ে দু' একটা কথা বলা বাঞ্ছনীয়। প্রথম, সেকালের জগৎ পৌত্তলিক ছিল বলা চলে; তাতে এক একটা দেশ নিজের সমৃদ্ধি তার অসংখ্য দেব-দেবীর উপর আরোপ করত: দেব-দেবীর পূজা করলে সেই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে, পূজা না করলে দেব-দেবী দেশকে সমৃদ্ধি-বঞ্চিত করবে; তাছাড়া সামাজিক যত নিয়মও (যেমন বিবাহ, ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ম ও প্রথা) সেই দেব-দেবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল: বিবাহ ক্ষেত্রে এক দেব, ব্যবসা ক্ষেত্রে আর এক দেব প্রভৃতি। দ্বিতীয়, বহু দেশ বশীভূত করার পর সেই দেশগুলোকে কোনো রকমে একীভূত করার ও রাখার উদ্দেশ্যে রোমীয়েরা দাবি করত, বশীভূত দেশগুলো রোম-সম্রাটকে দেবতা বলে মানবে; অসংখ্য দেব-দেবীর সঙ্গে আর এক দেবতাকে যোগ দেওয়ায় পৌত্তলিকদের কোনো আপত্তি ছিলই না। আপত্তি কিন্তু খ্রীষ্টানদেরই ছিল যারা কোনো প্রতিমাপূজাও করত না, সম্রাটকেও দেবতা বলে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। আর ঠিক এই আপত্তির জন্যই পৌত্তলিক জনতা খ্রীষ্টানদের ঘৃণা করত ও 'নাস্তিক' বলত; অর্থাৎ, খ্রীষ্টভক্তগণ সামাজিক সেই সমস্ত পৌত্তলিক প্রথা মেনে না নেওয়ায় লোকে ধরে নিত যে, খ্রীষ্টানেরা তাদের সমাজ উল্টাতে চাচ্ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঘটল, কেননা তিন শ' বছর ধরে সৎসাহসের সঙ্গে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করার মধ্য দিয়ে অবশেষে খ্রীষ্টবিশ্বাস সেই জগৎকে জয় করল। তাতে সেকালের খ্রীষ্টমণ্ডলীতে প্রচলিত বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হল যা অনুসারে সাক্ষ্যমরদের রক্তই খ্রীষ্টানদের বীজ।

সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্ত ১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ হয়।

পবিত্র সার্বজনীন মণ্ডলীর [ক] সর্বস্থানে প্রবাসী সকল স্থানীয় মণ্ডলীর সমীপে: পিতা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের দয়া শান্তি ও ভালবাসা তোমাদের মধ্যে অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিশীল হোক।

১। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কাছে লিখতে বসেছি আমাদের সাক্ষ্যমরদের কীর্তিকলাপ, বিশেষভাবে সেই ধন্য পলিকার্পেরই কীর্তিকলাপ যিনি, কেমন যেন একটা সীল মেরে, নিজের সাক্ষ্যমরণ দ্বারা নির্যাতন বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে, যা কিছু আগে ঘটেছে তা এমনভাবেই ঘটেছে যাতে প্রভু সুসমাচার অনুযায়ী [খ] প্রকৃতই এক সাক্ষ্যমরণ নতুন করে আমাদের দেখাতে পারেন। [২] কেননা প্রভুই যেমন, পলিকার্পও তেমনি অপেক্ষা করলেন যাতে তাঁকে [শত্রুহাতে] তুলে দেওয়া হয়, আর তেমনটি করলেন যেন আমরা তাঁর অনুকারী হতে পারি, কেননা নিজেদের শুধু নয়, পরেরও মঙ্গলের বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত [গ]। বস্তুত নিজের পরিত্রাণ শুধু নয়, সকল ভাইদেরও পরিত্রাণ বাসনা করাই প্রকৃত ও স্থিতমূল ভালবাসার চিহ্ন।

২। তাই সেই সকল সাক্ষ্যমরণই ধন্য ও সত্যাশ্রয়ী, যেগুলো ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ঘটেছিল, কেননা সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরকেই দায়ী করার আগে আমাদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত [ঘ]।

[২] বস্তুতপক্ষে সাক্ষ্যমরদের মর্যাদা, তাঁদের ধৈর্য, ও মহাপ্রভুর প্রতি তাঁদের ভক্তিতে কেই বা আশ্চর্য হবে না? কেননা কশাঘাতে তাঁরা এতই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁদের শরীরের গভীর কাঠামো, তাঁদের শিরা ও উপশিরাও দেখা যেত, অথচ তাঁরা এমনভাবে এসব সহ্য করছিলেন যে, দর্শক নিজেরাও দয়াবিষ্ট ও শোকাচ্ছন্ন হত। এমনকি, তাঁদের কেউ কেউ এমন সাহস দেখিয়েছিলেন যে, তাঁরা কেউই ক্রন্দন করলেন না, চিৎকারও করলেন না: আমাদের সকলের কাছে এ স্পষ্টই ছিল যে, তাঁদের পীড়নের সময়ে খ্রীষ্টের সাহসপূর্ণ সাক্ষ্যমরবৃন্দ দেহ-বহির্গত ছিলেন, কিংবা, আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, প্রভুই তাঁদের পাশে পাশে ছিলেন ও তাঁদের কাছে কথা বলছিলেন [ঙ]।

(ক) খ্রীষ্টমণ্ডলীর বেলায় ইগ্নাস শুধু ‘সার্বজনীন’ শব্দটা ব্যবহার করতেন। এখানে, ‘সার্বজনীন’ ছাড়া মণ্ডলীকে ‘পবিত্র’ও বলা হয়, আর পরবর্তীকালে, আজ পর্যন্তও, ঠিক এভাবেই (পবিত্র সার্বজনীন মণ্ডলী) মণ্ডলীকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

(খ) মার্ক ৮:৩৫।

(গ) এই পত্রে পলিকার্পের শুধু নয়, স্মির্না-মণ্ডলীর বিশ্বাসীদেরও বীরত্ব দেখা যেতে পারে, কেননা তারাও প্রভুর খাতিরে জীবন দেবার জন্য (অর্থাৎ সাক্ষ্যমরণ বরণ করার জন্য) আকাঙ্ক্ষী।

(ঘ) নির্যাতনকালে খ্রীষ্টভক্তগণ যেন স্বেচ্ছায় প্রশাসনের হাতে নিজেদের ধরিয়ে না দেয়, বরং পলিকার্পের মত সেপর্যন্ত অপেক্ষা করে যে পর্যন্ত প্রশাসন নিজে এসে তাদের গ্রেপ্তার করেন।

(ঙ) সাক্ষ্যমরণের সময়ে যীশু নিজেই যে সাক্ষ্যমরের কাছে উপস্থিত, এধারণা আদিখ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। এবিষয়ে স্মরণযোগ্য সাধ্বী ফেলিসিতার কথা: কারাগারে যে সৈন্য জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি কীভাবে আসন্ন যন্ত্রণা ভোগ করতে পারবেন, তাকে তিনি এই উত্তর দিয়েছিলেন: এখন, এই কারাগারে, আমাকে একাই এই সমস্ত তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু সেখানে, সেই

[৩] এভাবে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তাঁরা ইহলোকের যত পীড়ন তুচ্ছ করছিলেন, আর তাতে কেবল এক ঘণ্টারই পীড়নের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন অর্জন করছিলেন। তাঁদের হিংস্র পীড়কদের আগুনও তাঁদের কাছে তাপহীন ছিল, কেননা নিজেদের চোখের সামনে তাঁরা সেই অনন্ত অনির্বাণ আগুন রাখছিলেন যা এড়াতে চাচ্ছিলেন, এবং মনশ্চক্ষুতে সেই সমস্ত মঙ্গলদানের দিকে দৃষ্টি রাখছিলেন যেগুলো তাদেরই জন্য পূর্বনিরূপিত যারা সহনশীল হয়েছে: মঙ্গলদানগুলো এমন যা কোন কান শোনেনি, কোন চোখ দেখেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে কখনও প্রবেশ করেনি [ক]; কিন্তু প্রভু তা তাঁদের দেখাচ্ছিলেন যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যে আর মানুষ ছিলেন না, ছিলেন স্বর্গদূত।

[৪] একই প্রকারে, যাঁরা বন্যজন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁরাও, ধারালো সঙ্খহুলোর উপরে শায়িত হয়ে ও সবধরনের পীড়নে নিপীড়িত হয়ে, অকথনীয় পীড়ন সহ্য করেছিলেন; আসলে, সেই স্বৈরশাসক সুদীর্ঘ পীড়নের মধ্য দিয়ে এমনটি চেষ্টা করছিল যাতে, সম্ভব হলে, তাঁরা খ্রীষ্টবিশ্বাস অস্বীকার করেন। বস্তুতপক্ষে দিয়াবল কতগুলো ফাঁদই না তাঁদের জন্য পেতেছিল!

৩। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেননা সেই দিয়াবল এব্যাপারে শক্তিহীন হল। আর তা ঘটল যেহেতু গের্মানিকুস সাহসভরে ও নিজের সহিষ্ণুতাগুণে অন্যান্যদের দুর্বলতা দৃঢ়তায় পরিণত করলেন ও হিংস্র জন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। যখন প্রদেশপাল তাঁর মন পাল্টাবার ইচ্ছা করে তাঁর যৌবনের কথা ভাবতে সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন [খ], তখন তিনি জন্তুটাকে নিজের প্রতি খোঁচাতে লাগলেন; এতে তিনি এ অন্যায্য ও বিধানবিহীন জীবন শেষ করে দেওয়ার বাসনা দেখালেন। [২] তাই উপস্থিত গোটা জনতা ধর্মিষ্ঠ ও ঈশ্বরপ্রেমিক খ্রীষ্টানদের সাহসে আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করতে লাগল: 'এই নাস্তিকদের মৃত্যু হোক![গ] পলিকার্পকে খুঁজে বের করা হোক!'

৪। কিন্তু কুইন্তুস নামক একজন লোক, জাতিতে ফ্রিজীয় ও ফ্রিজিয়া থেকে সম্প্রতিকালেই মাত্র আগত, সে বন্যজন্তুদের দেখেই ভয়ে অভিভূত হল। কিন্তু সে-ই হল তাদেরই একজন যারা নিজে থেকেই নিজেদের তুলে দিয়েছিল; এমনকি, সে অন্য ভাইদেরও সেইমত ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল। এই কারণেই প্রদেশপাল

রঙ্গভূমিতে, আর একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে যন্ত্রণাভোগ করবেন, কেননা আমিও তাঁর খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করতে রাজি।

(ক) ইসা ৬৪:৪; ১ করি ২:৯।

(খ) রোমীয় প্রদেশপালগণ সাধারণত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তবুও রোম সাম্রাজ্যের নিয়ম-কানুন অনুসারে ব্যবহার করতে অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবেও নিজ কর্তব্য পালন করতে বাধ্যই ছিলেন।

(গ) খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ দেব-দেবীর পূজা করত না বিধায় তাদের 'নাস্তিক' বলা হত।

যথেষ্ট কাকুতি-মিনতির পর তার মন জয় করেছিলেন যাতে সে শপথ উচ্চারণ করে ও ধূপ জ্বালায়। ভ্রাতৃগণ, এই কারণেই আমরা তাদের সমর্থন করি না যারা নিজে থেকে নিজেদের তুলে দেয়, যেহেতু সুসমাচার এধরনের শিক্ষা দেয় না [ক]।

৫। কিন্তু সেই চমৎকার পুরুষ পলিকার্প এ সমস্ত কথা শুনে তত ভয়ে অভিভূত হলেন না; শুরুতে তিনি বাসনা করেছিলেন শহরেই থাকবেন, কিন্তু অধিকাংশ ভাইয়েরা তাঁকে চুপে চুপে চলে যেতে অনুরোধ করলেন, আর তিনি শহর থেকে তত দূরবর্তী নয় এমন এক খামার-বাড়িতে চুপে চুপে চলে গেলেন আর সেখানে কয়েকজন বিশ্বস্ত ভাইদের সঙ্গে থেকে তাঁর অভ্যাসমত দিন-রাত অন্য কিছুই না করে সকলের জন্য ও বিশ্বময় সকল মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করলেন।

[২] তখন এমনটি ঘটল যে, প্রার্থনাকালে, তাঁর গ্রেপ্তারের তিন দিন আগে, তিনি দর্শন পেয়ে নিজের বালিশ আগুনে পুড়তে দেখলেন। আপনজনদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমাকে জিয়ন্তই আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।'

৬। যেহেতু তাঁর অনুসন্ধান অবিরতই চলছিল তিনি অন্য এক খামার-বাড়িতে চলে গেলেন, আর চলে গেলেই যারা তাঁর খোঁজ করছিল তারা সেখানে এসে পড়ল। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে তারা দু'জন যুবা ক্রীতদাসকে গ্রেপ্তার করল, আর এই দু'জনের একজন পীড়নের চাপে কথা বলল। [২] আসলে, পলিকার্পের পক্ষে নিজেকে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা তাঁর নিজের বাড়ির লোকেরাই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছিল [খ]।

তাছাড়া, হেরোদ কুখ্যাত নামের অধিকারী পুলিস-প্রধান নিজেই তাঁর খোঁজাখোঁজি নিয়ে ব্যস্ত থাকছিল, কেননা সেই রঙ্গভূমিতে তাঁকে নিতে চাচ্ছিল যেখানে সাক্ষ্যমর পলিকার্পের তাঁর নিজের খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের অংশী হবার নিয়তি পূরণ করার কথা, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকেরা যুদারই সেই একই দণ্ড ভোগ করবে।

৭। তাই সেই ক্রীতদাসকে নিয়ে পুলিস ও অশ্বারোহী বাহিনী এক শুক্রবারে মুটামুটি সান্ধ্যভোজের সময়ে এক দস্যুকেই ধরতে যাচ্ছে যেন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে গেল [গ]।

তাই তারা সকলে মিলে সন্ধ্যার দিকে এসে তাঁকে উপরতালায় এক কক্ষে শোয়া অবস্থায় পেল। ইচ্ছা করলে তিনি তখনও পালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তা করতে

(ক) মথি ১০:২৩ দ্রঃ। যীশুর যন্ত্রণাভোগে যেমন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতাই প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি সাক্ষ্যমরণেও সাক্ষ্যমরের মানবীয় সাহস নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি তার বাধ্যতাই প্রকাশ পাবার কথা।

(খ) যেমন যীশুর বেলায় যুদা, তেমনি পলিকার্পের বেলায় তাঁর আপনজনেরাই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। পরবর্তী বর্ণনায়ও যীশুর যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে পলিকার্পের যন্ত্রণাভোগের যথেষ্ট মিল লক্ষণীয়।

(গ) মথি ২৬:৫৫ দ্রঃ।

বিমত হলেন; বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'[ক] ২ সুতরাং, যখন তিনি টের পেলেন তারা এসে গেছে তখন নিচে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, আর তারা তাঁর বয়স ও সাহসের জন্য অবাক হল; এমনকি বলাবলি করছিল কেনই বা কেবল এত বৃদ্ধ মানুষকে গ্রেপ্তার করার জন্য তেমন বড় ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তিনি সাথে সাথে আজ্ঞা দিলেন যেন তাদের খুশিমত তাদের সামনে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হয়, ও তাদের অনুরোধ করলেন যেন শান্তশিষ্টভাবে প্রার্থনা করার জন্য তাঁকে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। ৩ তারা তাতে সম্মত হল, আর তিনি পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে [খ] উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করতে লাগলেন; তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে এতই পূর্ণ ছিলেন যে দু' ঘণ্টা ধরে তাঁকে থামানো সম্ভব হল না; আর শ্রোতা সকলেই অবাক ছিল, এমনকি তাদের অনেকেই তেমন পূজনীয় বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল বলে দুঃখিত হল।

৮। অবশেষে তিনি প্রার্থনা শেষ করলেন; প্রার্থনাকালে তিনি ছোট-বড় উঁচু-নিচু শ্রেণীর সেই সকল মানুষকেই স্মরণ করেছিলেন জীবনকালে যাদের চিনেছিলেন, বিশ্বময় সার্বজনীন মণ্ডলীকেই বিশেষভাবে স্মরণ করেছিলেন। এভাবে চলে যাওয়ার সময় এল। একটা বাচ্চা গাধার পিঠে বসিয়ে দিয়ে তারা তাঁকে শহরে নিয়ে গেল: সেই দিন ছিল এক মহা-সাব্বাৎ দিন। ২ পুলিস-প্রধান হেরোদ ও হেরোদের পিতা নিকেতাস এগিয়ে এসে তাঁকে রথে স্থান দিল, এবং নিজেরা তাঁর পাশে বসে তাঁর মন পাল্টাতে চেষ্টা করছিল; তারা বলত, 'সীজারই প্রভু, একথা বলা, ধূপ জ্বালানো, ও অন্য পূজনকর্ম সাধন করা, এই সমস্ততেই কী দোষ?[গ] এতেই রক্ষা পাবেন!'

শুরুতে তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু যেহেতু তারা তাদের সেই কথা বলায় বিরত ছিলেন না, সেজন্য তিনি বললেন, 'আপনারা আমাকে যে পরামর্শ দিচ্ছেন আমি তা পালন করব না।'

৩ তাই, নরমভাবে তাঁর মন পাল্টাতে না পেরে তারা অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করতে লাগল, এবং তাঁকে রথ থেকে এমন রুক্ষভাবে নামিয়ে দিল যে তাঁর পায়ের সামনের হাড় চেঁচে গেল। এসব কিছুতে মনোযোগ না দিয়ে, তাঁর যেন কিছুই ঘটেনি, তিনি সৎসাহসের সঙ্গে ও যথেষ্ট দ্রুতবেগে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন। এভাবে তাঁকে রঙ্গভূমিতে আনা হল; সেখানে ইতিমধ্যে এমন চিল্লাচিল্লি হচ্ছিল যে, একে অপরের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছিল না।

৯। পলিকার্প রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেই স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠ ধ্বনিত হল: 'পলিকার্প, বলবান হও, দেখাও তুমি বীরপুরুষ।'

(ক) শিষ্য ২১:১৪।
(খ) সেকালের খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ বসা অবস্থায় নয়, প্রাক্তন সন্ধির নিয়ম অনুসারে পায়ে দাঁড়িয়েই ও হাত দু'টো উচ্চ করেই প্রার্থনা করত। এবং প্রায়ই উচ্চকণ্ঠেই প্রার্থনা জানাত।
(গ) রোমীয় কর্মচারীবৃন্দ পৌত্তলিক হওয়ায় যীশুর এবাণী জানত না যা অনুসারে যে কেউ ইহলোকে তাঁকে অস্বীকার করবে তাকে স্বর্গে অস্বীকার করা হবে।

তেমন বাণী কেউই শুনতে পায়নি ; আমাদের ভাইয়েরা, যারা উপস্থিত ছিল, কেবল তারাই তা শুনতে পেল।

কিছুক্ষণ পরে, যখন তাঁকে বিচারমঞ্চে আনা হচ্ছিল, তখন বিরাট এক চিল্লাচিল্লি শোনা গেল, কেননা কথাটা রটে যাচ্ছিল যে, পলিকার্পকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

২ তাঁকে প্রদেশপালের সামনে আনা হলে প্রদেশপাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি পলিকার্প ?' তিনি সায় দিলে প্রদেশপাল তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টায় বললেন : 'আপনার বয়সের কথা ভাবুন।' এবং তাদের অভ্যাসমত এধরনের অন্য অন্য কথাও বললেন যেমন, 'সীজারের প্রতিভার দিব্যি দিয়ে শপথ করুন ; মন ফিরান ; নাস্তিকদের মৃত্যু হোক চিৎকার করুন।'

তখন পলিকার্প রঙ্গভূমিতে উপস্থিত সেই বিধানবিহীন বিধর্মী জনতার দিকে কটাক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের দিকে হাত বাড়ালেন, এবং ক্রন্দন করে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন :, 'হ্যাঁ, নাস্তিকদের মৃত্যু হোক !'

৩ পুলিস-প্রধান এই বলে তাঁকে চাপ দিচ্ছিল, 'শপথ করুন, আর আমি আপনাকে ছাড়ব। খ্রীষ্টকে অভিশাপ দিন !'

তিনি উত্তরে বললেন, 'ছিয়াশি বছর ধরে তাঁর সেবা করে আসছি (ক) ; আর তিনি তো একদিনও আমার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করেননি। তাই কী করেই বা আমার সেই রাজার নিন্দা করব যিনি আমার ত্রাণকর্তা ?'

১০। কিন্তু যখন পুলিস-প্রধান অনুরোধ করতে করতে বলল, 'সীজারের প্রতিভার দিব্যি দিয়ে শপথ করুন', তখন পলিকার্প উত্তরে বললেন, 'আপনি যদি সত্যিই আগ্রহী আমি যেন আপনার কথামত সীজারের প্রতিভার দিব্যি দিয়ে শপথ করি, এবং আমি যে কে তা না জানবার ভান করছেন, তাহলে স্পষ্টভাবেই শুনে নিন : আমি খ্রীষ্টান। আর যদি খ্রীষ্টধর্মের বিষয়ে অবগত হতে বাসনা করেন, তাহলে একটা দিন নির্দিষ্ট করে সেইদিন আমাকে শুনুন।'

২ প্রদেশপাল উত্তরে বললেন, 'জনতারই মন জয় করতে চেষ্টা করুন !'(খ)

আর পলিকার্প বললেন, 'আপনাকেই মাত্র আমার কথা শুনবার যোগ্য মনে করি, কেননা আমাদের এশিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন সমুচিতভাবে আবার নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে প্রশাসনকে ও ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত সমস্ত অধিকার সম্মান করি (গ)। কিন্তু সেই সকল মানুষকে আমি আমার পক্ষসমর্থনের বাণী শুনবার যোগ্য মনে করি না।'

(ক) এবিষয়ে কয়েকজন ব্যাখ্যাতা একথা সমর্থন করেন যে, যখন পলিকার্প ছিয়াশি বছর ধরে প্রভুর সেবা করে আসছেন, তখন একথা প্রমাণিত হয় যে তিনি অবশ্যই শিশুকালে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন। কিন্তু এ জানা কথা যে, বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে মোটামুটি কুড়ি বছর বয়সের আগে কোন ব্যক্তি দীক্ষাস্নাত হত না। সুতরাং পলিকার্পের উত্তরের সাধারণ অর্থই যে তিনি খ্রীষ্টীয় পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বিধায় দীক্ষাস্নান গ্রহণ না করা সত্ত্বেও যীশুতে বিশ্বাসী ছিলেন।

(খ) এতে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে প্রদেশপাল পলিকার্পের মৃত্যু ইচ্ছা করেন না।

(গ) রো ১৩:১-৭; ১ পিতর ২:১৩-১৪।

১১। তখন প্রদেশপাল বললেন, 'আমার বন্যজন্তু আছে; আপনি মন না ফেরালে আপনাকে তাদের সামনে ছেড়ে দেব।'

তিনি বললেন, 'সেই জন্তুদের ডাকুন! খ্রীষ্টান আমরা মঙ্গল থেকে অনিষ্টেই মন ফেরানো সমর্থন করি না; অপরদিকে অনিষ্ট থেকে ধর্মময়তায়ই মন ফেরানো সমীচীন।'

২ তিনি তাঁকে আবার বললেন, 'আপনি যখন বন্যজন্তুদের তুচ্ছই করেন, তখন মন না ফেরালে আপনাকে আগুনে বিলীন করিয়ে দেব।'

কিন্তু পলিকার্প বললেন, 'আপনি এমন আগুনের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন যে আগুন ক্ষণিকের জন্য পুড়ে শীঘ্রই নিভে যায়। আপনি তো সেই আগুনেরই কথা জানেন না যে আগুন আসন্ন বিচারে ও অনন্ত দণ্ডাদেশে দুর্জনেরই প্রাপ্য। আপনি কিন্তু ইতস্তত করছেন কেন? আসুন, যা ইচ্ছা করেন সেইমত করে যান।'

১২। একথা ও আরো অনেক কথা বলতে বলতে তিনি সৎসাহসে আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেন, ও তাঁর মুখমণ্ডল এমন অনুগ্রহে পূর্ণ ছিল যে বোঝা যাচ্ছিল তিনি সেই ভয়প্রদর্শনে কখনও পতিত হবেন না তা শুধু নয়, প্রদেশপাল নিজেও অবাক হলেন। তাই তিনি রঙ্গভূমির মাঝখানে এক ঘোষক প্রেরণ করলেন যে ঘোষণা করল, 'পলিকার্প স্বীকার করেছে তিনি খ্রীষ্টান।'[ক]

২ ঘোষক একথা ঘোষণা করলেই স্মির্না-নিবাসী বিধর্মী জনতা ও ইহুদীসকল অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ ও রোষের সঙ্গে জোর গলায় চিৎকার করে বলল: 'সে-ই এশিয়ার শিক্ষাগুরু, খ্রীষ্টানদের পিতা, আমাদের দেবতাদের বিনাশক, যে সকলকে শেখায় দেবতাদের প্রতি সম্মান না দেখাতে ও বলি উৎসর্গ না করতে!'[খ]

এভাবে চিৎকার করতে করতে তারা এশিয়া-পাল [গ] ফিলিপকে বলল তিনি যেন পলিকার্পের বিরুদ্ধে একটা সিংহ ছেড়ে দেন। তিনি কিন্তু উত্তরে বললেন তাঁর তেমন অধিকার নেই যেহেতু বন্যজন্তুদের সঙ্গে লড়াই-পর্ব ইতিমধ্যে শেষ হয়েছিল [ঘ]। ৩ তখন এ ভাল মনে করল, তারা এককণ্ঠে চিৎকার করে চাইবে পলিকার্পকে জিয়ন্তই পুড়িয়ে দেওয়া হোক, কেননা জ্বলন্ত বালিশের সেই দর্শন যা তিনি প্রার্থনাকালে পেয়েছিলেন, যার ফলে আপনজনদের দিকে ফিরে তিনি পূর্বঘোষণা করেছিলেন 'আমাকে জিয়ন্তই পুড়তে হবে', তা অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করার কথা।

(ক) রোমীয় বিধান অনুসারে খ্রীষ্টান হওয়াই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এই 'খ্রীষ্টান' নামের খাতিরে অসংখ্য খ্রীষ্টবিশ্বাসী গর্ব করে আনন্দের সঙ্গে সাক্ষ্যমরণ বরণ করল।

(খ) খ্রীষ্টানদের শত্রুরা নিজেরাই সাক্ষ্যদান করল!

(গ) এশিয়া-পাল ছিলেন রোম-সাম্রাজ্যের সেই অঞ্চলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করতেন (শিষ্য ১৯:৩১ দ্রঃ)। ২১ অধ্যায় তিনি মহাযাজক বলে উল্লিখিত।

(ঘ) বন্যজন্তুদের সঙ্গে লড়াই দণ্ডটা সাধারণ দণ্ড ছিল না, কেবল ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষেই তা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

১৩। পরবর্তীতে যা যা ঘটল তা এতই তাড়াতাড়ি ঘটল যে, তা বর্ণনা করার চেয়েও তাড়াতাড়ি: একপলকেই জনতা কাঠ সংগ্রহ করতে লাগল, সাধারণ স্নানাগার ও কারখানা থেকেও জ্বালানি সংগ্রহ করতে লাগল; একাজে ইহুদীরা, তাদের অভ্যাসমত [ক], অধিক একাগ্রতার সঙ্গেই যোগ দিল।

[২] চিতা প্রস্তুত হলে পলিকার্প সব কাপড় ফেলে ও বন্ধনী খুলে দিয়ে জুতাও খুলতে চেষ্টা করছিলেন। তা এমন কাজ যা তিনি আগে কখনও করতেন না, কেননা প্রতিটি ভক্তজন সবসময় প্রতিযোগিতা করছিল কে কে সকলের চেয়ে শীঘ্রই তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারে। আসলে তিনি তাঁর পুণ্যাচরণের জন্য সাক্ষ্যমরণের আগেও অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন।

[৩] ওরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ফেলল সেই সব যন্ত্র দিয়ে যা চিতার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করতে গেলেই তিনি বললেন: 'তোমরা আমাকে এমনি এভাবেই রাখ; কেননা যিনি আমাকে আগুন সহ্য করার মত শক্তি দেন, তিনি আমাকে সেই শক্তিও দেবেন যাতে পেরেকের ব্যবস্থা ছাড়াও আমি চিতার উপরে অবিচল থাকি।'

১৪। তাই ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করল না, কেবল দড়ি দিয়েই বাঁধল। তাঁর দু'হাত পিঠের পিছনে বাঁধা হলে তিনি সেই বাঁধা অবস্থায়, বহুসংখ্যক পালের মধ্য থেকে ঠিক যেন সুন্দর মেষের মত, আহুতির জন্য প্রস্তুত ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য এক বলি যেন, স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
তোমার প্রিয়তম ধন্য পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টেরই পিতা
যাঁর দ্বারা আমরা তোমাকে জানতে পেরেছি;
স্বর্গদূত ও শক্তিবৃন্দের,
নিখিল সৃষ্টি ও তোমার সামনে জীবিত ধার্মিকদের সমগ্র জাতির
হে পরমেশ্বর [খ],

[২] আমি তোমাকে ধন্য বলছি,
কারণ তুমি এদিনে ও এ ক্ষণে
আমাকে সকল সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে
তোমার খ্রীষ্টের পানপাত্রের অংশী হবার যোগ্য করে তুলেছ [গ]
আমি যেন পবিত্র আত্মার অক্ষয়শীলতার আশ্রয়ে
আত্মা ও দেহের অনন্ত জীবনের পুনরুত্থান লাভ করি [ঘ]।

(ক) ইহুদীরা সম্ভবত রোমীয়দের দেখাতে চাইত যে, খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তারা কোনও ধরনের যোগাযোগই রাখত না।

(খ) সাম ৫৯:৩; যুদিথ ১১:১২,১৪।

(গ) মার্ক ১০:৩৮-৩৯; মথি ২৬:৩৯-৪২ দ্রঃ।

(ঘ) যোহন ৫:২৯।

আমাকে যেন আজ তাঁদের সঙ্গে
তোমার সম্মুখে উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় বলিরূপেই গ্রহণ করা হয় [ক],
যেইভাবে তুমি, হে সত্যবাদী ও সত্যময় ঈশ্বর, তা নিরূপণ করেছ,
তা আগেও আমাকে দেখিয়েছিলে [খ],
ও এখন তা পূরণ করছ।
৩ এর জন্য ও সবকিছুর জন্য আমি তোমার স্তুতিবাদ করি,
তোমাকে ধন্য বলি,
তোমাকে গৌরবান্বিত করি
তোমার প্রিয়তম পুত্র সেই সনাতন স্বর্গীয় যাজক যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে,
যাঁর দ্বারা তোমার ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক
এখন ও যুগযুগ ধরে। আমেন।'

১৫। তিনি 'আমেন' বলে প্রার্থনা শেষ করলেই চিতার জন্য নিযুক্ত লোকগুলো আগুন জ্বালাল। আগুনের একটা প্রচন্ড শিখা উঠলে আমরা, যাদের দেখবার সুযোগ হয়েছিল, এই আমরাই তো বিস্ময়কর কিছু দেখলাম; আর আমরা এজন্যই তো রেহাই পেয়েছি, যাতে অপরের কাছে সেই ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে পারি।

২ এমনটি হল যে, আগুন যেন গুম্বজ-বিশিষ্ট ঘরের মত, জাহাজের বাতাসে-ভরা এক পালের মতই উঠে সাক্ষ্যমরটির দেহ দেওয়ালেরই মত ঘিরে ফেলল। তিনি তার ভিতরেই ছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহ পোড়া দেহের মত নয়, বরং যেন ছেঁকা রুটি কিংবা মূষাতে শোধন করা সোনা বা রুপোর মত দেখাচ্ছিল। আর আমরা এমন সুবাস অনুভব করলাম, যা ধূপ বা অন্য কোন মহামূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসের মত।

১৬। অবশেষে, বিধানবিহীন সেই মানুষেরা যখন টের পেল যে তাঁর দেহ আগুনে বিলীন হয় না, তখন ঘাতককে আজ্ঞা দিল সে যেন এগিয়ে গিয়ে খড়্গ দ্বারাই তার দেহ বিঁধিয়ে দেয়।

ঘাতক আজ্ঞা পালন করলেই পলিকার্পের সেই ঘা থেকে একটা কপোত [গ] বেরিয়ে গেল, বহু রক্তও বের হল যা আগুন নিভিয়ে দিল। গোটা জনতা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল, কেননা তারা অবিশ্বাসী ও মনোনীতদের মৃত্যুর মধ্যকার পার্থক্য লক্ষ করল।

২ আর আমাদের দিনগুলোতে যিনি প্রৈরিতিক ও নবীয় শিক্ষাগুরু হয়েছিলেন, স্মির্নার সার্বজনীন [ঘ] মন্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষ, আমাদের সেই চমৎকার সাক্ষ্যমর পলিকার্প অবশ্যই মনোনীতদের একজন। কেননা তাঁর মুখ থেকে উদ্গত সকল বাণী সিদ্ধিলাভ করেছিল ও নতুন করে সিদ্ধিলাভ করবে।

(ক) লুক ২৩:৪৩।
(খ) পলিকার্প দর্শন পেয়ে নিজের বালিশ আগুনে পুড়তে দেখেছিলেন (৫ অধ্যায় দ্রঃ)।
(গ) সম্ভবত কোপতের বর্ণনা পরবর্তীকালেই যোগ দেওয়া হল।
(ঘ) ইগ্নাসের পত্রাবলিতে যেমন, এখানেও মন্ডলী সার্বজনীন বলে বর্ণিতা।

১৭। কিন্তু, হিংসুক ও ঈর্ষাপরায়ণ সেই ধূর্তজন, ন্যায়নিষ্ঠদের সেই প্রতিরোধী, সে যখন তাঁর সাক্ষ্যমরণের মহত্ত্ব ও আদি থেকে তাঁর নিষ্কলঙ্ক জীবনধারণ দেখল, এমনকি, সে যখন দেখল তিনি ইতিমধ্যে অমরত্বেরই মুকুটে ভূষিত হলেন ও সেই অনির্বচনীয় পুরস্কার অর্জন করে গেছেন, তখন সে এমন চেষ্টা চালাল আমরা যেন তাঁর লাশ না নিয়ে যেতে পারি। বাস্তবিকই, সেই পবিত্র দেহাবশেষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য (ক) অনেকেই তাঁর লাশ নিতে ইচ্ছা করছিল।

২ তাই শয়তান হেরোদের পিতা ও আল্কের (খ) ভাই সেই নিকেতাসকে প্ররোচিত করল সে যেন প্রদেশপালকে অনুরোধ করে তিনি যেন সেই মৃতদেহ ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার প্রদান না করেন। সে একথা বলল, 'পাছে তারা সেই ক্রুশবিদ্ধজনকে বাতিল করে এই মানুষকেই আরাধনা করতে শুরু করে।'

আসলে ইহুদীরাই এবিষয়ে চাপ দিচ্ছিল ও এসব কিছু সমর্থন করছিল; এমনকি, আমরা যখন চিতা থেকে তাঁর লাশ আনতে চাচ্ছিলাম তারা তখন এক প্রহরী-দল মোতায়েন করল। তারা তো জানে না আমরা খ্রীষ্টকে কখনও ত্যাগ করতে পারব না যিনি সারা বিশ্ব জুড়ে যারা পরিত্রাণকৃত হচ্ছে তাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পাপীদের জন্য নিরপরাধী হয়ে যন্ত্রণাভোগ করলেন; আমরা অন্য একজনকে কখনও আরাধনা করতে পারব না। ৩ কেননা আমরা ঈশ্বরপুত্র বলেই তাঁকে আরাধনা করি, কিন্তু সাক্ষ্যমর যাঁরা, তাঁদের আমরা প্রভুর শিষ্য ও অনুকারী বলেই ভালবাসি; আর এ সমীচীন, কেননা তাঁরা তাঁদের রাজা ও সদ্‌গুরুর প্রতি অসীম ভালবাসা দেখিয়েছেন। ঈশ্বর করুন, আমরাও যেন তাঁদের সঙ্গী ও সহ-শিষ্য হতে পারি (গ)।

১৮। তাই ইহুদীদের বিবাদমূলক ব্যবহার দেখে শতপতি মৃতদেহটিকে মাঝখানে আনিয়ে তাদের নিজেদের প্রথা অনুযায়ী তা পুড়িয়ে দিল; ২ তাতে আমরা, কিছুকাল পরে, রত্নের চেয়েও মূল্যবান ও সোনার চেয়েও অমূল্য তাঁর সেই হাড়গুলো তুলে নিয়ে উপযুক্ত স্থানে রাখলাম। ৩ সেইখানে, যখন সম্ভব হবে, তখনই প্রভু আমাদের এমনটি দেবেন যাতে আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষ্যমরণের জন্মতিথি (ঘ) পালন করি, যাঁরা আমাদের আগে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের স্মৃতি যাতে পালন করি, ও ভাবী সংগ্রামের জন্য যাতে উপযুক্তভাবে চর্চা করি।

(ক) খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের পারস্পরিক সহভাগিতা বা মিলন জীবনের সীমা অতিক্রম করে; মৃত্যুও তা ছিন্ন করতে পারে না। এজন্যই সাক্ষ্যমরগণ খ্রীষ্টভক্তগণের শ্রদ্ধার পাত্র।

(খ) আল্কে সম্ভবত হলেন সেই খ্রীষ্টভক্তা যাঁর কথা ইগ্নাসের পত্রাবলিতেও বারবার উল্লিখিত। সেজন্যই খ্রীষ্টবিশ্বাসী না হয়েও নিকেতাস ও হেরোদ পলিকার্পকে চিনতেন এবং কোন রকমে তাঁকে বাঁচাতেও চেষ্টা করেছিলেন; যদিও পরে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন (৮ অধ্যায় দ্রঃ)।

(গ) এখানে এসত্য অধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান ও সাধুসাধ্বীর প্রতি সম্মান এক নয়: খ্রীষ্টকে ঈশ্বররূপে আরাধনাই করা হয়, সাধুসাধ্বীদের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধাই দেখানো হয়।

(ঘ) সাক্ষ্যমরণের দিনে সাক্ষ্যমর স্বর্গে জন্ম নেন। লক্ষণীয়, সেকালেও সাক্ষ্যমরদের কবরস্থানে প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করার প্রথা প্রচলিত যা স্বর্গীয় ও মর্ত খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্যের চিহ্ন।

১৯। সুতরাং, এভাবেই ঘটেছিল ধন্য পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ। ফিলাদেল্ফিয়ার সাক্ষ্যমরদের কথা ধরলে তিনি হলেন স্মির্না দ্বাদশ সাক্ষ্যমর; অথচ সকলের মধ্যে কেবল তিনিই এমন স্মৃতি রেখে গেলেন যার জন্য তাঁর কথা সর্বস্থানেই, বিধর্মীদেরও মধ্যে, ধ্বনিত। কেননা তিনি বিখ্যাত শিক্ষাগুরু শুধু নয়, প্রখ্যাত একজন সাক্ষ্যমরও ছিলেন, আর তাঁর সাক্ষ্যমরণ এমন আদর্শ যা সকলেরই অনুকরণের বিষয় যেহেতু খ্রীষ্টের সুসমাচার অনুযায়ী। [২] তাঁর সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে তিনি অধর্মের শাসকের উপর জয়ী হলেন, তাতে অমরত্বের মুকুট লাভ করলেন; আর এখন প্রেরিতদূতদের ও সকল ন্যায়নিষ্ঠদের সঙ্গে সর্বশক্তিমান পিতাকে গৌরবান্বিত করছেন, ও সেই যীশুখ্রীষ্টকে ধন্য বলছেন যিনি আমাদের প্রভু, আমাদের প্রাণের ত্রাণকর্তা, আমাদের দেহের পরিচালক, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সার্বজনীন মণ্ডলীর পালক।

২০। আমাদের কাছ থেকে আপনারা এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু আমরা আপাতত আমাদের ভাই মার্কিওন দ্বারা তা সংক্ষিপ্ত ভাবেই ব্যক্ত করেছি।

তাই এই সমস্ত তথ্য পড়লে পর পত্রটিকে পার্শ্ববর্তী ভাইদের কাছে পাঠিয়ে দিন যাতে তারাও প্রভুকে গৌরবান্বিত করতে পারে যিনি আপন দাসদের মধ্য থেকে আপন মনোনীতদের বেছে নেন।

[২] আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতা গুণে যিনি আমাদের সকলকে অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করাতে পারেন, তাঁর দাস সেই একমাত্র পুত্র যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা তাঁরই গৌরব, সম্মান, পরাক্রম ও মাহাত্ম্য হোক চিরকাল ধরে।

সকল পবিত্রজনের প্রতি শুভেচ্ছা রইল।

এখানে উপস্থিত সকলেই, বিশেষভাবে এ পত্রের লেখক এভারিস্তস ও তাঁর বাড়ির সকলেও, আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

২১। ধন্য পলিকার্প সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন ক্সান্তিকস মাসের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় দিনে, অর্থাৎ মার্চ মাসের কালেন্দাসের পূর্ববর্তী সপ্তম দিনে, অষ্টম ঘটিকায় [ক]। তাঁকে হেরোদ দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ত্রাল্লার ফিলিপের মহাযাজকত্বকালে, স্তাতিউস কুয়াদ্রাতুসের প্রদেশপালনকালে কিন্তু আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টেরই অনন্ত রাজত্বকালে যাঁরই গৌরব, সম্মান, মাহাত্ম্য, রাজ-অধিকার, অনন্ত রাজাসন হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

পরিশিষ্ট [খ] **:** ভ্রাতৃগণ, আপনাদের কাছে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আপনারাই যে

(ক) অর্থাৎ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫৫, বিকেল দু'টো। সালের কথা উল্লিখিত না হলেও এভাবে অনুমাণ করা যায়: স্তাতিউস কুয়াদ্রাতুস ১৫১ থেকে ১৫৭ সাল পর্যন্ত প্রদেশপাল ছিলেন, আর শুধু ১৫৫ সালেই ২৩ ফেব্রুয়ারী সপ্তম দিনে অর্থাৎ এক শনিবারেই পড়ল।

(খ) পরিশিষ্টের প্রথম বাক্যটা সম্ভবত ফিলোমেলিও-মণ্ডলীই লিখেছিল যখন পত্রটিকে নানা স্থানীয় মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়েছিল। বাকি অংশটা পরবর্তীকালের লেখা।

যীশুখ্রীষ্টের সুসমাচারের শিক্ষা অনুসারে জীবনধারণ করছেন: তাঁর সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের ও পবিত্র আত্মারও গৌরব হোক; মনোনীত পবিত্রজন-সকলও যেন পরিত্রাণ পেতে পারে যেইভাবে ধন্য পলিকার্প সাক্ষ্যমরণের গৌরব অর্জন করেছেন। তাঁর পাদচিহ্ন অনুসরণ করে আমাদেরও যেন এমনটি দেওয়া হয় যাতে যীশুখ্রীষ্টের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

[২] এসমস্ত কিছু পলিকার্পের শিষ্য ইরেনেউসের লেখা থেকে ইরেনেউসের এককালের সঙ্গী গাইউস দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছিল। আর আমি, সক্রাতেস, করিন্থে, গাইউসের পাণ্ডুলিপি থেকে এসব কিছু টুকে নিয়েছি। অনুগ্রহ আপনাদের সঙ্গে বিরাজ করুক।

[৩] আর আমি, পিওনিউস [ক], উপরোল্লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে এসমস্ত টুকে নিয়েছি; তেমন পাণ্ডুলিপি আমি খুঁজে বের করেছি ধন্য পলিকার্পেরই দেওয়া এক দর্শন দ্বারা; এবিষয়ে পরে কথা বলব। যখন পাণ্ডুলিপিটা গ্রহণ করি তখন প্রাচীন বলে তা প্রায়ই বিলীন অবস্থায় ছিল, তাই প্রভু যীশুখ্রীষ্টও আপন মনোনীতদের সঙ্গে আপন স্বর্গীয় রাজ্যে আমাকে গ্রহণ করুন; পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

মস্কো-স্থিত পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী অন্য পরিশিষ্ট: [২] এসমস্ত কিছু ইরেনেউসের লেখা থেকে টুকে নিয়ে গাইউস দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছিল: গাইউস এককালে ইরেনেউসের সঙ্গে জীবনযাপন করেছিলেন, আর ইরেনেউস হয়েছিলেন পলিকার্পের শিষ্য।

[৩] কেননা এই ইরেনেউস, যিনি পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণের সময়ে রোমে ছিলেন, অনেকেরই শিক্ষাগুরু হয়েছিলেন; আমাদের তাঁর অনেক লেখা আছে যেগুলো সুন্দর ও নির্ভুল; সেগুলোতে তিনি বলেন পলিকার্প তাঁর নিজের গুরু হয়েছিলেন। সেই ইরেনেউস সকল ভ্রান্তমত খণ্ডন করলেন ও তাঁর পুণ্যবান পূর্বসূরীর কাছ থেকে গ্রহণ করা মাণ্ডলীক ও কাথলিক নিয়ম সম্প্রদান করেছেন।

[৪] ইরেনেউস একথাও বলেন: একদিন ধন্য পলিকার্প মার্কিওনপন্থী-উপমণ্ডলীর প্রধান মার্কিওনের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা করলে মার্কিওন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'পলিকার্প, আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন?' পলিকার্প বলেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে চিনতে পারছি, চিনতে পারছি, হে শয়তানের প্রথমজাত সন্তান।'

(ক) এই পিওনিউস দেচিউস সম্রাটের আমলে ২৫০ সালে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেন। কথিত আছে, তিনি 'পলিকার্পের জীবনী' রচনা করেছিলেন যার অন্তর্ভুক্ত একটা অংশ হল পলিকার্পের এই সাক্ষ্যমরণ-বৃত্তান্ত। পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ-বৃত্তান্তটা কিন্তু খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসের প্রখ্যাত লেখক এউসেবিউসের লেখাগুলোতেও পাওয়া যায়।

কোন না কোন ব্যাখ্যাতা একথা সমর্থন করেন যে, 'পলিকার্পের জীবনী' লেখাটা সত্যিই সাধু পিওনিউসের এমন রচনা যা ঐতিহাসিক দিক দিয়েও যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু বেশির ভাগ ব্যাখ্যাতাগণ মনে করেন, 'পলিকার্পের জীবনী' প্রকৃতপক্ষে সাধু পিওনিউসের রচনা নয়, বরং চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকের অজানা এক লেখকের এমন লেখা যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই সাধু পিওনিউসের রচনা বলে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

৫ ইরেনেউসের লেখা থেকে এঘটনাও আমাদের কাছে সম্প্রদান করা হয়েছে: যেদিন যেসময় পলিকার্প স্মির্নায় সাক্ষ্যমরণ বরণ করেন, ঠিক সেইদনি সেইসময় ইরেনেউস (সেকালে তিনি রোমে ছিলেন) তুরির মত এক কণ্ঠ শুনলেন যা ঘোষণা করল: পলিকার্প সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছেন।

৬ তাই, যেমনটি বলেছি, গাইউস ইরেনেউসের লেখা থেকে টুকে নিয়ে এই লেখার একটা কোপী করলেন; আর করিন্থে ইসোক্রাতেস গাইউসের লেখা থেকে নিজের পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করলেন।

আর আমি, পিওনিউস, ইসোক্রাতেসের পাণ্ডুলিপির একটা কোপী করলাম, পাণ্ডুলিপিটা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম সাধু পলিকার্পেরই দেওয়া এক দর্শন দ্বারা। যখন পাণ্ডুলিপিটা গ্রহণ করি তখন প্রাচীন বলে তা প্রায়ই বিলীন অবস্থায় ছিল, তাই প্রভু যীশুখ্রীষ্টও আপন মনোনীতদের সঙ্গে আপন স্বর্গীয় রাজ্যে আমাকে গ্রহণ করুন; পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।